শ্রীশ্রীজয়ন্তীগ্রন্থমালা—৮

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ভক্ত-

শ্রীরামচন্দ্রগোস্বামিপাদ-বিরচিতা

# শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা

সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস

শ্রীশ্রীজয়ন্তী গ্রন্থমালা—৮

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ভক্ত-

শ্রীরামচন্দ্র-গোস্বামিপাদ-বিরচিতা

# শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা

## বিবিধ পুঁথির পাঠান্তর-সহ অপ্রকাশিতপূর্ব অভিনব গ্রন্থ

'চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥'

'গৌড়ীয়দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য', 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ', 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর', 'শ্রীক্ষেত্র', 'শ্রীচৈতন্যদেব', 'শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা', 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়', 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা', 'পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা এবং 'শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও শ্রীশ্রীপ্রার্থনা' ইত্যাদি প্রাচীন-মহাজনগ্রন্থের টীকাকার ও সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারি-সেবাসমর্পিতপ্রাণ

নিত্যধামগত

**শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ**

সম্পাদিত

**প্রথম প্রকাশ—**
শ্রীবৈশাখী পূর্ণিমা, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ ; ২৬ মে, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ

**প্রকাশয়িত্রী**
শ্রীকরুণা দাস
'শ্রীপাট-পরাগ',
১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড্,
কলিকাতা-৫০



**প্রাপ্তিস্থান—**
শ্রীবিনোদানন্দ দাস
'শ্রীপাট-পরাগ'
১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড্,
কলিকাতা-৫০

মুদ্রাকর—
শ্রীজগদীশ দাশ
**শ্রীগুরু আর্ট প্রেস**
১৬, নলিন সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

আনুকুল্য— আনুকূল্য এক টাকা

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

# নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র-চন্দ্রপ্রভাধ্বস্ততমোভরায়।
গৌরাঙ্গদেবানুচরায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীলগুরূত্তমায় ॥

পরমারাধ্যতম পিতৃদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারি-সেবাসমর্পিতপ্রাণ নিত্যধামগত মহাভাগবতপ্রবর শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুজীর আদ্য-শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহারই সম্পাদিত এই প্রাচীন মহাজন-গ্রন্থ 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'-স্বরূপ তাঁহার প্রীত্যর্থে গুরু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণের করকমলে অর্পিত হইলেন। যিনি আকৈশোর শ্রীভাগবত-বাণী-পীযূষ-গঙ্গায় স্নান-পানাবগাহন করিয়াছেন, যিনি নিখিল-শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্রালোচনে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির দ্বারা অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর পাদপঙ্কজের নীরাজনা করিয়াছেন, যাঁহার ভৌমজগতে অবস্থানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীশ্রীহরিনাম-চিন্তামণির স্পর্শে ধন্য হইয়াছে, তাঁহার যশঃসিন্ধুর একটি উর্মির দিগ্‌দর্শন করার চেষ্টাও আমাদের ন্যায় পতিত জীবের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধা অহৈতুকী করুণার ভরসায়ই তাঁহার ইচ্ছাকে শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীজয়ন্তীগ্রন্থমালার অষ্টম পুষ্পমাল্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।

ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগামী পঞ্চশততম মহাজয়ন্তী-উৎসবের আরাত্রিকের উপকরণ-স্বরূপে তদ্‌গতৈকপ্রাণ মহাভাগবত-প্রবর এই গ্রন্থদীপ-মালিকার অর্ঘ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা,' 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকা-ত্রয়,' 'শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভি-ধানম্,' 'পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,' 'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-কিরণ-কণিকা,' সটীক শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়,' সটীকা 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও শ্রীশ্রীপ্রার্থনা,' পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ইচ্ছা হইলে শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালার অন্যান্য গ্রন্থ, যাঁহার পাণ্ডুলিপি তিনি দৈহিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও গত ২।৩ বৎসরে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থমালার নবম পুষ্পমাল্য 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীগুরুস্বরূপ' নামক অনবদ্য গ্রন্থরাজ এখন মুদ্রিত হইতেছেন। ভগবদিচ্ছা হইলে আগামী শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর

অবসরে এই গ্রন্থ সহৃদয়গণের করকমলে অর্পিত হইবেন। মহাভাগবতপ্রবরের ইচ্ছা-অনুযায়ী এই গ্রন্থাদি-প্রকাশন-দ্বারা প্রাপ্ত যাবতীয় আনুকূল্য একমাত্র বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রচারেই ব্যয়িত হইবে।

শ্রীশ্রীজয়ন্তীগ্রন্থমালা-প্রকাশনে বহু বৈষ্ণব ও সজ্জন স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া ও বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একান্ত শ্রীনাম-শ্রীধাম-নিষ্ঠ শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস বিদ্যালঙ্কার, শ্রীধামবৃন্দাবনবাসী ভাগবতপ্রবর শ্রীশিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পণ্ডিতবর শ্রীকানাই-লাল অধিকারী কাব্য-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ পুরাণ-ভক্তিরত্ন, কলিকাতা পৌরসভার গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনারায়ণ শর্মা চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গশাসনের অধ্যক্ষ বাস্তুকার ( Superintending Engineer ) পরমভাগবত শ্রীপাট পানিহাটি-নিবাসী শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ, কলিকাতার বিচক্ষণ ভৈষজ্যবিদ্যাবিশারদ পরমভাগবত শ্রীমণীন্দ্রকুমার সিংহ, মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীনামভজননিষ্ঠ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভূঞা ও শ্রীমন্মথমোহন রায়, ময়ূরভঞ্জ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীফকিরমোহন দাস সাহিত্যাচার্য প্রমুখ মহানুভাব-গণ অগ্রগণ্য। ইঁহাদের প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি স্বীকার করিতেছি।

প্রস্তুত গ্রন্থের পাঠান্তরাদি মিলাইবার জন্য মহাভাগবতাগ্রগণ্য বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীমৎকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত পুঁথি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি প্রাচীন পুঁথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের প্রতি প্রকাশক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

**তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধি-জীর্ণপঙ্ক-**<br>**সংমগ্নমোক্ষণ-বিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।**<br>**কৃষ্ণেতিবর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-**<br>**মানন্দথুর্ভবতি নর্তিত-রোমবৃন্দঃ॥**

শ্রীবৈশাখী পূর্ণিমা, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ<br>১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ<br>২৬শে মে, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ<br>'শ্রীপাট-পরাগ,'<br>১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড,<br>কলিকাতা—৫০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী<br>দাসানুদাসাভাস<br>শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস<br>শ্রীবিনোদানন্দ দাস

# শ্রীশ্রীরামচন্দ্র গোস্বামিপ্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামি-প্রভু ১৪৫৫ শকে আবির্ভূত হন; যথা, "চৌদ্দশত পঞ্চান্নেতে জনম লভিলা। পঞ্চদশ চতুর্থেতে লীলা সম্বরিলা॥" প্রভুশ্রীরামচন্দ্র নবদ্বীপধামস্থ শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্‌বংশীবদনানন্দ প্রভুর পৌত্র। 'মুরলীবিলাসা'দি-বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে, শ্রীবংশীবদনানন্দ অপ্রকট হইবার পূর্বে স্বীয় আত্মজ চৈতন্যের পুত্রবিহীনা পত্নীকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছিলেন, "মাতঃ! তুমি আমার বিয়োগে কাতর হইও না। আমাকে তোমার গর্ভজাত পুত্র হইয়া গৌড়দেশে পুনর্বার ব্রজলীলা প্রচার করিতে হইবে। আমার প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রকার আজ্ঞা আছে।" শ্রীবংশীবদনানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা ও নিজবাক্য প্রতিপালনার্থ পুত্রবধূর গর্ভ হইতে শুভদিনে পূর্ণ শশধরের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। নর-নারীগণ পুত্রের রূপলাবণ্য সন্দর্শনে আনন্দিত হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। নিরূপিত দিনে জ্যোতির্বিদ্‌ পণ্ডিতগণ গণনা-করতঃ এই পুত্রের নাম রাখিলেন 'রামচন্দ্র'। 'মুরলীবিলাসা'দি-গ্রন্থের মতানু-সারে প্রভুশ্রীরামচন্দ্র শ্রীবংশীবদনানন্দের দ্বিতীয় অবতার। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীরামচন্দ্রকে পাল্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীরামচন্দ্র যৌবনাবস্থায় স্বীয়গুরু জাহ্নবা-মাতার সহিত ব্রজধামে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া ব্রজজীবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিদ্বয় বক্ষে লইয়া গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একটি ব্যাঘ্রকে হরিনামদানে মুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিরাজিত শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় প্রকাশ করেন।

---

# শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

## প্রথম লহরী

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়, জয় দীন দয়াময়,
ত্রিভুবনে দিলা হরিনাম।
স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ,
দুই প্রভুর চরণে প্রণাম[১] ॥২
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, পূর্বে যশোদার পুত,
রোহিণী-নন্দন বলরাম।
দুই প্রভু অবতরি, পারিষদ সঙ্গে করি,
সর্ব জীবে কৈলা প্রেমদান ॥৩

---

পুঁথিপরিচয়ঃ 'ক'—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত দ্বাদশপত্রাত্মক সম্পূর্ণ পুঁথি, সংখ্যা ২৪৩২; 'খ'—শ্রীমৎকেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত পুঁথি।

* শ্রীশ্রীগুরুচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ (খ)

১। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয়, দয়াময় মো অধমে দয়া কর শুন মহাশয়।
শ্রীরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ,
দুই প্রভুর চরণে প্রণাম ॥ (খ)

শ্রীঅদ্বৈত সীতানাথ, সর্ব[২] পরিকর সাথ,
(শ্রী)চৈতন্যের প্রেমের ভাণ্ডারা।
(শ্রী)অচ্যুত-আনন্দ-পিতা, প্রেমভক্তি-ফলদাতা,
তাঁহার চরণে নমস্করি ॥৪
সর্ব-অবতারী[৩] ধন্য, শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য,
অগম্য মহিমা কেবা জানে।[৪]
ব্রহ্মা-আদি শুকোদ্ধব,[৫] নারদাদি মুনি সব,
যোগে যাঁরে দেখএ ধেয়ানে ॥৫
[ হেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ করি সঙ্গ,
আইলেন অদ্বৈত আরাধনে ॥[৬] ]
বন্দিব শ্রীগদাধর,[৭] গৌরাঙ্গের প্রিয়তর,
রাধা-শক্তি বলিয়া খেয়াতি।
এক বপু[৮] দুইভাগ, গৌরাঙ্গেতে অনুরাগ,
তিন প্রভু একই পীরিতি ॥৬
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু,
পরম দয়ালু অবতার।
নয়নে অঞ্জন দিলা, হৃদে জ্ঞান প্রকাশিলা,
বন্দোঁ আমি চরণ তাঁহার ॥৭
শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলি, লইনু মস্তকে তুলি,
সবে মোরে করোহ করুণা।
তোমা সভার কৃপা হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
মনের সর্ব ঘুচে দুর্বাসনা ॥৮

---

২। নিজ (খ); ৩। অবতার (খ); ৪। কেহ জানিতে না পারে (খ); ৫। শুকদেব (খ); ৬। 'খ' পুঁথির অধিক পাঠ; ৭। বন্দোঁ শ্রীমান্ গদাধর (খ); ৮। রূপ (খ)

শ্রীবসু-জাহ্নবা পায়, পুটাঞ্জলি নমস্কায়,
প্রণাম করিএ[৯] পুনঃপুনঃ।
শ্রীবসু-নন্দন বীর, সর্বকলা-রসধীর,[১০]
তাঁর পদ মস্তক-ভূষণ ॥৯

তথাহি—

নমঃ শ্রীনিত্যানন্দায় জাহ্নবী-পতয়ে নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণস্বরূপায় নমাম্যনঙ্গমঞ্জরীম্ ॥১০
বসুধাজাহ্নবীকান্তং শ্রানিত্যানন্দমীশ্বরম্।
অনঙ্গমঞ্জরী-রূপ[১১]মবধোতং নমাম্যহম্ ॥১১॥ইতি ধ্রু[১২]

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দকন্দ,
সেই তনু অনঙ্গমঞ্জরী।
(শ্রী)রাধার অনুজা যেই, বলরাম-শক্তি সেই,
গুরুরূপে[১৩] হন অধিকারী ॥১২
সে ধনী সভার পর, অনঙ্গ-অম্বুজে ঘর,
সর্বভক্তি-দাতা শিরোমণি।
তাঁহার অনুগা হৈলে, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম মিলে,
অনায়াসে সর্বতত্ত্ব জানি ॥১৩

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াম্—

কৃষ্ণস্য রাধিকাশক্তিঃ রামস্যানঙ্গমঞ্জরী।
এতাবদ্ জ্ঞেয়তা যত্র তত্র তিষ্ঠতু মে মনঃ[১৪] ॥ ১৪ ॥ ইতি

---

৯। করয়ে (খ); ১০। সর্ব রস-কলাবীর (খ); ১১। অনঙ্গমঞ্জরী-নাথ-(খ); ১২। ইতি ॥ ধ্রু 'খ' পুঁথিতে নাই; ১৩। রূপ (ক); ১৪। মনোভিষতু (খ)

শ্রীরাধা কৃষ্ণের শক্তি, শাস্ত্রদ্বারে কৈল ভক্তি,
রামশক্তি অনঙ্গমঞ্জরী।
কায়মনোবাক্য ধরি, ভজ তাঁরে দৃঢ় করি,
যদি চাহ কিশোর-কিশোরী॥১৫
এসব সাধন ভাই, নিতাই-প্রসাদে পাই,
জাহ্নবা-চরণে কর রতি।
দেখি শুনি নাহি ভুলি, অন্য পথে নাহি চলি,
নিজ মতে চাহিয়ে[১৫] পীরিতি॥ ১৬

তথাহি শ্রীধরণী-শেষ-সংবাদে,—
গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
তৎপ্রকাশস্বরূপোঽয়ং দ্বিতীয়ো দেহরূপকঃ॥ ১৭॥ ইতি

রাধাকৃষ্ণ বলরাম, ঐক্যবস্তু ঐক্যধাম,
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেমময়।
ইহাতে না কর আন, মূর্তিভেদে তিন নাম,
শাস্ত্রমতে জানিহ নিশ্চয়॥১৮
অতএব কহি সার, শক্তিতত্ত্ব সুবিচার,
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নিরূপণ।
সচ্চিৎ আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
ত্রয়ী শক্তি যাতে[১৬] প্রকটন॥১৯
সৎপদে বলিএ নিত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
বলদেব করি যারে[১৭] জানি।
চিৎজ্ঞান পূর্ণতত্ত্ব, বিশুদ্ধেতে[১৮] পরিণত,
সেই তত্ত্ব কৃষ্ণকে বাখানি॥ ২০

---

১৫। চাই এ (ক); ১৬। তিন শক্তি জানি (খ); ১৭। এবে (খ);
১৮। বিশুদ্ধ সত্ত্ব (খ);

আনন্দ যাহার নাম, পূর্ণ সুখ পূর্ণ কাম,
অপূর্ণতা যেই পদে নাই[১৯]।
আহ্লাদিনী তাঁর নাম, সর্বশক্তি রসধাম,
সেই বস্তু রাধা বলি গাই ॥ ২১

তথাহি শ্রীধরণীশেষ-সংবাদে—

সদংশশ্চ চিদংশশ্চ আনন্দাংশস্তথৈব চ।
সদংশে স্বয়মেবাস্তি চিদংশে বাসুদেবকঃ।
আনন্দাংশে চ রাধাত্মা হ্লাদিনী শক্তি-সারগাঃ।
সদানন্দাংশতো রামঃ পুংপ্রকৃত্যাত্মকঃ পরঃ
॥২২॥ ইতি[২০]

সচ্চিৎ সম্বিৎ যেই, আনন্দস্বরূপ সেই,
তিন তত্ত্ব মিলি এক তনু।
রাধাকৃষ্ণ বলরাম, রসময় রসধাম,
ঐক্য বস্তু রূপ ভিনু ভিনু[২১] ॥ ২৩
এখনে শুনহ যার, বাহ্য লীলা অবতার,
কৃষ্ণ-ইচ্ছা মাত্র প্রকটন।
পুমাংশেতে সৃষ্টি তাঁন, কৃষ্ণ বিহারের স্থান,
নানা ভাঁতি করেন রচন ॥২৪

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াম্—

শ্রীবিষ্ণু-ব্রহ্ম-রুদ্রাশ্চ সৃষ্টি-লীলাদিকারণম্।
কিন্ত্বিচ্ছা[২২] বলদেবস্য লীলা নিত্যা ইতি স্মৃতঃ
॥ ২৫ ইতি

এক বিষ্ণু তিনরূপে, সৃষ্ট্যাদি রচয়ে সুখে,
বলরাম ইচ্ছায় এ সব।[২৩]

---

১৯। অপূর্বতা যেই পদে পাই (খ); ২০। "তথাহি...ইতি" খ-পুঁথিতে নাই
২১। মাত্র (খ); ২২। বিত্যেচ্ছা (খ), ২৩। ইচ্ছা যত সব (খ);

সঙ্কর্ষণ আদি করি, শেষরূপে অনন্তরি,
দেখাইলা অনন্ত বৈভব ॥২৬
দশমূর্তি ধরি রাম, পূরএ কৃষ্ণের কাম,
শুনহ তাহার বিবরণ।
পাদুকা বসন ছত্র, শয্যাসন যজ্ঞসূত্র,
মন্দির বাহির বিভূষণ ॥২৭
আর উপাধানরূপ, কৃষ্ণে দেন মহাসুখ,
এই মতে কৃষ্ণ-সেবা করে।
অনন্তের লীলা যত, কেবা জানে অভিমত,
কৃষ্ণসঙ্গে সদাই বিহরে ॥২৮

তথাহি,—লীলা দ্বিধারূপা বাহ্যা অন্তরঙ্গা চ নিত্যতঃ।[২৪]
বাহ্যে তু বহুরূপাণি চান্তরি গূঢ়রূপকঃ ॥২৯

বাহ্য দেহে যেই[২৫] খেলা, দাস্য সখ্য বাল্য লীলা,
এই সব নিত্য প্রকটনে।[২৬]
যে যে রূপে কৈলা লীলা, তিন ভাব[২৭] আস্বাদিলা,
এবে তার কহি বিবরণে ॥৩০॥
সৎপদ চিৎপদে মিলে, পুংস্বরূপে কুতুহলে,
তাতে যে যে লীলার প্রচার।
কৌমারেতে বাল্যরস, হৈলা[২৮] মাতা-পিতা-বশ,
বাল্যরস ভুঞ্জেন অপার ॥৩১॥
বাল্যে দুহেঁ হৈয়া মত্ত, একভাব এক তত্ত্ব,
একাসনে শয়ন ভোজন।

---

২৪। 'ক' পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'অতএব—নিত্যলীলা দ্বিধারূপা বাহ্যাভ্যন্তর উচ্যতে।' ২৫। যে সব (খ); ২৬। প্রকরণে (খ); ২৭। ভাবে (খ); ২৮। হয়ে (খ);

এক কার্যে দুহেঁ চলে, দোহেঁ এক খেলা খেলে,
দুহেঁ তোষে পিতামাতার মন ॥৩২
ললিত চলন গতি, ললিত বচন অতি,
ললিত চাহনি অঙ্গভঙ্গী।
ললিত কোমল তনু, বাল্য চন্দ্র বাল্য ভানু,
নব নব শিশুগণ[২৯] সঙ্গী ॥৩৩
দোঁহে এক বলবান্, মূর্তিভেদে যেন কাম,
শ্বেত শ্যামল দুই তনু।
এক পোষ্টা পিতা মোর, বাল্যরসে সদা ভোর,
এক প্রাণ বলভদ্র কানু ॥৩৪

তথাহি—শ্রীবৈশম্পায়নোক্তঃ—

তাবন্যোন্যগতৌ বালৌ বাল্যাদেবৈকতাং গতৌ।
একমূর্তিধরৌ কান্তৌ বালচন্দ্রার্কবর্চসৌ ॥৩৫
একনির্মাণনির্যুক্তাবেক-যানাসনাশনৌ।
একবেশধরাবেকং পুষ্যমাণৌ শিশুব্রতম্ ॥৩৬
এককার্যান্তরগতাবেকদেহৌ দ্বিধা-কৃতৌ।
একচর্যৌ মহাবীর্যাবেকস্থ শিশুতাং গতৌ ॥৩৭॥ ইতি
তোষণী[৩০] (১০।৮।২৫) (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৭।২-৪)

এবে শুন কহি আর, পৌগণ্ডের পরচার,
সখা সঙ্গে কৈলা যে যে লীলা।
দাস্য সখ্য স্পষ্টরস, বাৎসল্যের আভাস,
বুধজনে শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥৩৮

---

২৯। সব (খ); ৩০। তথাহি...তোষণী—খ-পুঁথিতে নাই;

সখ্যভাবে দোহেঁ সম, দাস্যে দাস্য দোহোঁপম,[৩১]
দোহেঁ দোহঁ গুরুভাব করে।
দোহঁ মাথামাথি[৩২] রণ, দোহেঁ সেবে দোহঁ জন,
এইমত দোহেঁতে বিহরে ॥৩৯

তথাহি—শ্রীদশমে—( ১১।৪০, ১৫ ১৪ )[?]

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্। ইতি।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ। ইতি[৩৩]

'স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং, বলদেবে গুরুভাব,
অনুরাগে কৃষ্ণ করে[৩৪] সেবা।
বলদেব মহাশয়, আপনি কৃষ্ণ সেবয়,
দোহঁ তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় জানিবা ॥৪০

তথাহি স্তবাবলী ( শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ ১২ )—

উদ্যচ্ছুভ্রাংশু-কোটি-দ্যুতিনিকর-তিরস্কারকার্যুজ্জ্বলশ্রী-
দুর্বারোদ্দামধামপ্রকররিপুঘটোন্মাদবিধ্বংসিগন্ধঃ।
স্নেহাদপ্যুন্নিমেষং নিজমনুজমিতোঽরণ্যভূমৌ স্ববীতং
ভদ্রীর্যজ্জোঽপি যো ন ক্ষণমপনয়তে স্তৌমি তং ধেনুকারিম্
॥৪১॥ ইতি[৩৫]

কোটি সূর্য তিরস্কার, যিনি অঙ্গকান্তি যাঁর,
হেন বলদেব মহাশয়।
উষ্ণভূমি খরবাত, অনুজেতে অতি প্রীত,
না দেখিয়া কাঁপয়ে হৃদয়[৩৬] ॥ ৪২
বাৎসল্যেতে স্নেহ করি, কৃষ্ণে রহে মন ধরি,
কৃষ্ণ যদি যান অন্যস্থানে।

---

৩১। পরতম (খ); ৩২। করে মাতামাতি (খ); ৩৩। তথাহি...ইতি—খ-তে নাই; ৩৪। করে কৃষ্ণ (খ); ৩৫। 'তথাহি..... ইতি' খ-পুঁথিতে নাই ৩৬। 'কোটিসূর্য......হৃদয় ॥' খ-পুঁথিতে নাই।

নিমিষেতে না দেখিয়া, অনিমিষ আঁখি হৈয়া,
কৃষ্ণপথ করে নিরীক্ষণে ॥৪৩

বাহ্যদেহে এই খেলা, দাস্য সখ্য বাল্যলীলা,
এইসব নিত্য-লীলা জানি।
অতি গুহ্য মুখ্যরস, কৃষ্ণ যাহে[৩৭] হন বশ,
আনন্দাংশে[৩৮] রামেতে বাখানি ॥৪৪

মদীশ্বরী পদ ভাবি, নাম্না শ্রীললিতা দেবী,
তাঁর কৃপায় যে হয়[৩৯] স্মরণ।
দৃশা বৃন্দাবন দাস, তাঁর পাদপদ্ম আস,
ধূলি করেঁ। মস্তকভূষণ ॥৪৫

ইতি শ্রীমত্যনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকায়াং শক্তিতত্ত্ব বিচার-নাম
প্রথম- লহরী ॥ [৪০]

## দ্বিতীয় লহরী

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কলিযুগ কৈলে ধন্য,
নিত্যানন্দ সহ অবতরি।
অদ্বৈতাচার্য লৈয়া, জীবেরে সদয় হৈয়া,
ত্রিজগতে বোলাইলা হরি[৪১] ॥১

শ্রীবৈষ্ণব কৃপা বলে, নিতাই চৈতন্য মিলে,
তবে গুরুদেবে হয় রতি।[৪২]
এক বস্তু তিন ধাম, বস্তু ভেদে তিন নাম,
অভেদার্থে করিহ পীরিতি ॥২

তথাহি শ্রীধরণী-শেষ-সংবাদে,—

আনন্দাংশে চ রাধাত্মা হ্লাদিনী শক্তি-সারগা।
সদানন্দাংশতো রামঃ পুংপ্রকৃত্যাত্মকঃ পরঃ ॥৩॥

---

৩৭। যদি (ক) ৩৮। আন জ্ঞানে (খ) ৩৯। হয়েন (খ) ৪০। ইতি শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুট প্রথম লহরী (খ); ৪১। জয় হরি (খ) পুঁথিতে নাই; ৪২। গুরুদেবে হয় শুদ্ধরতি (খ),

প্রকৃত্যাংশেন রামোঽসৌ গোলোকাজ্ঞাদিকারকঃ।
যত্র বৃন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীড়া রাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ ॥৪॥

প্রকৃত্যাংশে বলরাম, রচয়ে গোলোকধাম,
সহস্রাব্জ দল যে তাহার।[৪৩]
গোকুলাখ্য তার নাম, বৃন্দাবন সেই ধাম
রাধাকৃষ্ণ যাহাতে বিহার ॥৫
সদংশে বলরাম, জগৎপতি জগন্ধাম,
নীলবর্ণ রূপে মিসাইয়া।
কৃষ্ণের যতেক লীলা, কৃষ্ণ সঙ্গে আচরিলা,
জানি ইহা নিশ্চয় করিয়া ॥৬
শ্বেতবর্ণ তনু যেই, রোহিণীনন্দন সেই,
নীলপট্ট বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম, মহাপ্রভু বলরাম,
গোষ্ঠক্রীড়ানায়ক[৪৪] প্রধান ॥৭
শুক্লবর্ণ কলেবর, বনমালা রত্নাকর,
এককর্ণে রতন কুণ্ডলে।
রত্নসিংহাসনোপর, ত্রিভঙ্গ শৃঙ্গ-পাণিধর,
গোপীযূথ সঙ্গে কুতূহলে ॥৮

তথাহি শ্রীধরণী শেষ-সংবাদে,—

রাকারে শ্রীমতী রাধা মকারে মধুসূদনঃ।
দ্বয়োর্বিগ্রহসংযোগাদ্রাম নাম ভবেৎ কিল ॥৯॥ ইতি

রাকারে রাধিকোৎপন্ন, মকারে মধুসূদন,
দুই নাম উভয় বিগ্রহ।
তাহাতে যে রসোৎপত্তি, অত্যন্ত আনন্দ তথি,
রাম নাম নিশ্চয় জানিহ ॥১০

---

৪৩। সহস্রাব্জে আকৃতি তাহার (খ); ৪৪। নাথের (খ);

সর্ব কার্যে বলরাম, বলদেব হয় নাম,[৪৫]
বলভদ্র শব্দেতে মঙ্গল।
সঙ্কর্ষণ যেই নাম, আকর্ষণ বিদ্যাধাম,
বুধজন বলএ[৪৬] সকল ॥১১

তত্রৈব[৪৭]—অপরং পরমাশ্চর্যং শৃণু দেবি বরাননে।
সদানন্দাংশয়োর্যোগাদ্বলরামো বভূব হ[৪৮] ॥১২ ইতি

সদানন্দ স্বভাবেতে, কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে,
পৃথক্ লীলা[৪৯] করে কৃষ্ণ সঙ্গে।
আনন্দাংশে রাধাভাব, যুক্ত হয় বলদেব,
পীত বর্ণ তনু ধরে রঙ্গে ॥১৩
শ্রীরাধাস্বরূপ যেই, অনঙ্গমঞ্জরী সেই,
গূঢ়রূপ শক্তি বলরাম।
কৃষ্ণসুখ হেতু তার, যত যত অবতার,
নিত্য তনু নিত্যানন্দ নাম ॥১৪
শিরোপালী বলরাম, অনঙ্গমঞ্জরী নাম,
ধরি কৃষ্ণ সুখের কারণে।
পৌর্ণমাসী ভগবতী, তাহার আদেশ তথি,
যোগাযোগ হয় বিহরণে ॥১৫

তথাহি রসকল্পসারে,—
হ্লাদিনী-শক্তি-রূপোঽয়ং রামশ্চ রাধিকা স্বয়ম্।
প্রকটপুংস্বরূপশ্চ ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরঃ ॥১৬ ইতি[৫০]

রাধা রাম রসকূপ, অনঙ্গমঞ্জরীরূপ,
রামরাধা[৫১] অনঙ্গমঞ্জরী।
শক্তিরূপ তারতম্য, জানিহ রসের[৫২] মর্ম,
কৃষ্ণসুখে সদাই বিহরি ॥১৭

তথাহি শ্রীভজনচন্দ্রিকায়াম্—

যস্মিন্ কালে গতঃ কুঞ্জে মুদা মদনকৈশোরে।
প্রবালমণিমুক্তায়া রচনেন মনোহরেৎ ॥১৮ ইতি

একস্মিন্ কালে ধনি মদন কৈশোর[৫৩] জিনি,
উগমল্পি মাধুর্যের সীমা।
অনঙ্গমঞ্জরী ধনী, প্রবাল[৫৪] মুকুতামণি.
আভরণ কো কহু মহিমা ॥১৯
দ্বাদশ[৫৫] বয়স স্থিতি, বসন্ত কেতকী কান্তি,
অঙ্গশোভা কহনে না যায়।
নীলপট্ট পরিধান, ঘণে তড়িদন্দুমান,
কন্দর্পের দর্পকে লাজায় ॥২০
শ্রীমুখমণ্ডল শশী, তাহে সুধা[৫৬] মৃদু হাসি,
ভুরুযুগ কামের কামান।
কটাক্ষ মদনশরে, ভুবন মোহিত করে,
হেন মানি নয়ান সন্ধান ॥২১
ললাটে সিন্দূর বিন্দু, মেঘতলে যেন ইন্দু,
তারাগণ অলকার ভাতি।
পিঠেতে দোলিছে বেণী, ফণিমুখে যেন মণি,
মল্লিদাম ভ্রমরের পাতি ॥২২
রত্ন-ঢেড়ি শ্রুতিমূলে, ওষ্ঠ দুই বিম্বফলে,
কুন্দকলি দশনের আভা।
নাসা উচ্চ তিলফুলে, তাহাতে মুকুতা দোলে,
গণ্ডস্থল কৌমুদীর প্রভা[৫৭] ॥২৩
গ্রীবা অতি মনোহর, সুপীন সুন্দর উর,
ভূষণে ভূষিত তনুখানি।

---

৫৩। কিশোর (খ); ৫৪। শ্রবণে (খ); ৫৫। ত্রিয়দশ (খ); ৫৬। মৃদু (খ); ৫৭। আভা (খ);

কণ্ঠে হার চন্দ্রকান্তি, কুচযুগে শোভে অতি,[৫৮]
কঞ্চুক উপরে দিনমণি ॥২৪
ভুজলতা যুগমাঝে, কটক[৫৯] কঙ্কণ সাজে,
অঙ্গুলে মুদ্রিকা শোভে ভাল।
সিংহ বা ডমুরু জিনি, মধ্য[৬০]দেশ অতি ক্ষীণী,
ত্রিবলি তরঙ্গ রোমজাল ॥২৫
নাভি পদ্ম জিনি শোভা, গজকুম্ভ শ্রেণী আভা,
কিঙ্কিনি করয়ে ঝলমলি।
সূক্ষ্ম চিত্র বস্ত্র তায়, অঙ্গ অতি শোভা পায়,
উরুযুগ কণক কদলি ॥২৬
পদদ্বয় কঞ্জ জিনি, নখচন্দ্র জিনি মণি,
বাজন মঞ্জির শোভে তায়।
গমন মন্থর অতি, যেন রাজহংস গতি,
কৃষ্ণরাগে হেলি দোলি যায় ॥২৭
নীলপট্ট আভরণ, মেঘেতে বিজুরি যেন,
ডগমগি চকিত চাহনি।
অনঙ্গ-কানন মুখে, রাধানুজা চলে সুখে,
নিজ যুথ সঙ্গে করি ধনী ॥২৮
হেনই সময়কালে, নন্দ-সুত আসি মিলে,
রূপ দেখি[৬১] রহেন চাহিয়া।
অঙ্গের-লাবণ্য দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহা সুখী,
কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥২৯
কৃষ্ণ নব যুবরাজ, মিলিলা যুবতী মাঝ,
রসাবেশে চঞ্চল চাহনী।
শ্যামল সুন্দর তনু, মধুর মুরতি জনু,
ধনী আগে কহে মৃদু বাণী ॥৩০

---

৫৮। তথি (খ) ; ৫৯। ততট (গ) ; ৬০। মাজা (খ) ; ৬১। হেরি রূপ (খ) ;

তথাহি-ভজনচন্দ্রিকায়াম্—

শ্রূয়তাং দেবি দাসস্য দৈন্যভাবং সকাতরম্।
কৃপয়া তে সুহৃদায় দেহি হি যুগলং ফলম্ ॥ ৩১ ॥ ইতি

মদনে চঞ্চল মন, দৈন্যভাব আচরণ,
কহে কানু গদগদ আখ্যান।
"তব কঞ্চুলিকাঞ্চল, যুগল দাড়িম্বী ফল,
নিষ্কপটে দেহ ধনী[৬২] দান ॥ ৩২
যদি বল তুমি ধনী, এর যোগ্য নহ তুমি,
আমি হই রাজার নন্দিনী।
দাতা হয় যেই জনে, পাত্রাপাত্র নাহি মানে,
বিচার করহ মোর বাণী ॥ ৩৩
দান দিলে দুঃখ মন, নহে কুণ্ঠ[৬৩] মহাজন,
পর-দুঃখ দুঃখ করে নাশ।"
পুটাঞ্জলী চাটুবাণী, শুনি রাধার বহিনী,
সম্বরিয়া রহে কৃষ্ণ পাশ[৬৪] ॥ ৩৪
"লক্ষ্মী আদি সুসুন্দরী, স্বর্গবাসী দেবনারী,
নরনারী কত শত আর।
শ্যামলা কমলা করি, চন্দ্রা ভদ্রা-আদি নারী,
হইতে মহিমা তোমার ॥ ৩৫
রাধিকা তোমার জ্যেষ্ঠা, তুমি তার কনিষ্ঠা,
রাধা মোর প্রাণের সমান[৬৫]।
তাহাতে অধিক তুমি, কি আর বলিব আমি,
ইহা জানি করহ সম্মান ॥ ৩৬
ব্রজাঙ্গনা আদি করি, আছে যত যোগ্য নারী,
রাধা সর্ব হয় শিরোমণি।
এ সভা হইতে শুন, কি কহিব পুনপুন,
তোমা সর্ব গুণেতে বাখানি ॥ ৩৭

---

৬২। দেবি (খ); ৬৩। কিন্তু (খ); ৬৪। চিত্ত মোর করহ' উল্লাস (ক); ৬৫। লক্ষ্মী আদি······প্রাণের সমান (খ) তে নাই।

ভজনচন্দ্রিকা—

রাধিকায়া কনিষ্ঠা ত্বং জ্যেষ্ঠা রাধা তব প্রিয়া।
বিদ্ধি মাং রাধিকা-দাসমতএব কৃপাং কুরু ॥ ৩৮ ॥ ইতি

তব প্রিয়োত্তমা রাধা, ঘুচায় মনের বাধা,
নিজ দাস করি মোরে মানে।
সে সম্বন্ধ ধনি চিত্তে, করিবে আমার হিতে,
ইথি দুখ অধিক বা কেনে ॥” ৩৯

নানা নর্ম-উক্তি কত, অনঙ্গে আকুলচিত,
কানু চাটুকার ধনী আগে।
বিভোল হইল মন, নাহি হয় সম্বরণ,
রহে কৃষ্ণ পাঞা মনোদ্বেগে[৬৬] ॥ ৪০

হেনকালে রাধা তথা, ললিতা চম্পকলতা,
বিশাখাদি[৬৭] যত সখীগণ।
কমলনয়ন[৬৮] কৃষ্ণ, অনঙ্গেতে সতৃষ্ণ,
দেখি সভে হর্ষ দুঃখ[৬৯] মন ॥ ৪১

অনঙ্গ মঞ্জরী প্রতি, মধুর বচন অতি,
কহে রাধা সুচন্দ্রবদনী।
ইন্দ্র নীলমণি শ্যামে[৭০], তাহাতে এমন কেনে[৭১],
হইয়াছে দোসর পরাণী ॥ ৪২

যদি মোর বোল ধর, নাগর-সন্তোষ কর,
শুন প্রাণ অনঙ্গমঞ্জরী।
এত কহি আলিঙ্গিয়া, বদনে বদন দিয়া,
কহিলা অনেক যত্ন করি ॥ ৪৩

ললিতা সুন্দরী আসি, মুচকি মুচকি হাসি,
অনঙ্গ-মঞ্জরী মুখ চাই।

---

৬৬। তাহাতে অধিক······মনোদ্বেগে (খ) তে নাই; ৬৭। চিত্রা আদি (খ); ৬৮। লোচন (খ); ৬৯। চিত্ত (খ); ৭০। ন্যায় (খ); ৭১। কায় (খ)।

রসিক নাগর শ্যামে, পরিতোষ কর রামে,
তবে আমি বড় সুখ পাই ॥ ৪৪
এত কহি মৃদু হাসি, হেরি কানু মুখশশী,
নয়ন ইঙ্গিতে কিছু বলে।
তবে কৃষ্ণ বুঝি তত্ত্ব[৭২], অনঙ্গ মঞ্জরী হস্ত[৭৩],
অনঙ্গ-কাননে ধরি[৭৪] চলে ॥ ৪৫
অনঙ্গ-অম্বুজ স্থান[৭৫], রত্ন বেদি নিরমাণ[৭৬],
নানা পুষ্প মকরন্দ ঝরে।
সৌরভে[৭৭] আমোদ বন, কুণ্ড অতি সুশোভন,
নীরে পদ্ম ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ ৪৬
তীরে বৃক্ষ লতাগণ, ফল-ফুলে[৭৮] সুশোভন,
মলয়া পবন সুশীতল।
নানা বৃক্ষ নানা জাতি, নানা লতা নানা ভাতি,
মনোহর পরম[৭৯] উজ্জ্বল ॥ ৪৭
কদম্ব চম্পক নীপ, গন্ধরাজ পুষ্প বক,
কেশর কাঞ্চন কত আর।
পুন্নাগ পাটল কেয়া, গন্ধবহে আমোদিয়া,
জুথি জাতি সেওতী অপার ॥ ৪৮
মালতী মল্লিকা কুন্দ, গুলাল[৮০] মাধবীবৃন্দ,
তীর শোভা গন্ধে রহে ভরি।
নানা পক্ষ[৮১] কোলাহল, সারী শুক কবুতর,
নৃত্য করে ময়ূরা-ময়ূরী ॥ ৪৯
হংস ডাহুকী কীর, দাড়িম্ব বনেতে স্থির,
নীলকণ্ঠ কপোত কুহুকী।
বন অতি সুনির্ম্মল, বৃক্ষলতা সুশীতল,
পূর্ণচন্দ্র কিরণে ঝলকি ॥ ৫০

---

৭২। বাত (খ); ৭৩। হাত (খ); ৭৪। লয়ে (খ); ৭৫। স্থল (খ); ৭৬। নিরমল (খ); ৭৭। সুগন্ধে (খ); ৭৮। ফুলফলে; ৭৯। দেখিতে (খ); ৮০। গোলাব (খ); ৮১। পক্ষি (খ)।

তার মধ্যে হেম[৮২]কুঞ্জ, প্রবাল মুকুতা পুঞ্জ,
রত্নাগার রত্নসিংহাসন।
সূক্ষ্ম বস্ত্র সংস্কার, দুগ্ধ ফেন শয্যা যার,
নানা দ্রব্য শয্যার ভূষণ ॥ ৫১
তাম্বুল-সম্পুট ঝারি, তাহে সুবাসিত বারি,
আলবাটী চামর গঙ্গাজলী।
মাধবানঙ্গ মঞ্জরী, দোহে হস্ত ধরাধরি,
প্রবেশিলা হৈয়া কুতুহলী ॥ ৫২
রাধা ললিতাদি যত, দাসিকা মঞ্জরা কত,
মন্দির বাহিরে সব থাকি।
রাধানুজা কানু সঙ্গে, মগ্ন দুহেঁ রতি[৮৩] রঙ্গে,
রসাবেশে পরম কৌতুকী ॥ ৫৩
দোহঁ অঙ্গ পরশনে, দোহেঁ ভেল অগিয়ানে,
রণবল[৮৪] আনন্দ অপার।
বাকোবাক্য মৃদু হাস, ভ্রূনেত্র সুবিন্যাস[৮৫],
মেঘে যেন বিজুরি সঞ্চার ॥ ৫৪
আভরণ ক্বণক্বণি, কটক কঙ্কন ধ্বনি,
কিঙ্কিনী নূপুর রুনুঝুনু।
ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভণ,
পুলকাঙ্গ স্বেদ বিন্দু তনু ॥ ৫৫

তথাহি ভজনচন্দ্রিকা—

যথা মৃগাঙ্ক-চকোরী চাতক-জলদৌ যথা।
দরিদ্র-রত্ন-সংযোগ মাধবানঙ্গমঞ্জরীম্ । ৫৬ ॥ ইতি

চন্দ্রেতে চকোর যেন, জলদ চাতক তেন,
এই মত দোহু[৮৬] ব্যবহার।
দরিদ্র মিলল ধন, যেন নহে নিবারণ,
রতি-যুদ্ধ কৌতুক অপার ॥ ৫৭

---

৮২। হৈম (খ); ৮৩। অতি (খ); ৮৪। যুদ্ধ (ক);
৮৫। সুবিলাস (খ); ৮৬। দুহা (খ)।

অনঙ্গ-মুখারবিন্দ, মাধব নয়নদ্বন্দ্ব[৮৭],
কঞ্জে ভৃঙ্গ[৮৮] মত্ত রহে যেন।
কৃষ্ণ-মুখ সুধাকর, সতৃষ্ণিত চকোর,
অনঙ্গ মঞ্জরী নেত্র তেন॥ ৫৮
মাধবানঙ্গ-মঞ্জরী, দোহেঁতে পালঙ্কোপরি,
বিশ্রাম করিয়া দুইজনে।
ক্ষণেকে উঠিয়া বৈস, দোহেঁ মৃদু মৃদু হাসি,
দুহেঁ মুখ করে নিরীক্ষণে॥ ৫৯
রত্যন্তরে[৮৯] রসাবেশে, অঙ্গে বেশভূষা খসে,
সাম্ভালই বস্ত্র অলঙ্কার।
সেইকালে নিজ দাসী, করএ সম্মুখে আসি,
জলসেবা চামর সঞ্চার॥ ৬০
মদীশ্বরী পদ ভাবি, নাম্না শ্রীললিতা দেবী,
তাঁ কৃপায় যে হয় স্মরণ।
দৃশা বৃন্দাবন দাস, তাঁর পাদপদ্মে আশ,
ধূলি করো মস্তকভূষণ॥ ৬১

ইতি শ্রীমত্যানঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা রসকৌতুক নাম
দ্বিতীয় লহরী॥ ২॥

৮৭। আনন্দভৃঙ্গ (খ); ৮৮। সদা (খ); ৮৯। অভ্যন্তরে (খ)।

## তৃতীয় লহরী

জয় জয় মহাপ্রভু, দয়া না ছাড়িবে কভু,
কৃপা কর শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ, ঘুচাহ মনের ধন্ধ,
শুন পদ্মাবতী প্রাণধন॥ ১
শ্রীবসু-জাহ্নবা-প্রাণ, কর প্রভু পরিত্রাণ,
না ছাড়িয় নিত্যানন্দ রায়।
মো হেন পতিত জনে, কে উদ্ধারে তোমা বিনে,
হেন দেখি না আছে কোথায়[৯০] ॥ ২
তবে দোহেঁ স্থির হৈলা, অঙ্গে বেশভূষা কৈলা,
পূর্ব্ববৎ যেমত আছিলা।
রাধানুজা সুন্দরী, নিজ দাসী সঙ্গে করি[৯১],
মন্দির হৈতে বাহিরিলা॥ ৩
রসভরে আকুলিত, আসি হৈলা উপনীত,
শ্রীরাধা ললিতা আদি যথা।
রতিচিহ্ন সর্বগায়, বস্ত্র আরোপিয়া তায়,
বৈসে ধনী হৈয়া মৌনব্রতা॥ ৪
অনঙ্গ মঞ্জরী দেখি, সবে হৈলা হর্ষমুখী,
আইস আইস করি আদরিলা।
ঈষদ্ধাস্য মুখে[৯২] গৌরী, রাধিকা বদন হেরি,
বামপার্শ্বে আসনে বসিলা॥ ৫

---

৯০। 'জয় জয়·········কোথায়॥' পরিবর্তে পাঠান্তর—
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতী-প্রাণধন॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা-প্রাণ নিত্যানন্দরায়।
মো পতিত জনে কৃপা কর মহাশয়॥" (খ)

৯১। নিজ······করি [ প্রথম চরণে আছে ] (খ)।

৯২। ইন্দ্রাস্যমুখী (খ)।

ললিতা কৌতুক-মুখী, অনঙ্গ মঞ্জরী দেখি,
কহে কিছু সরস বচনে।
রসিক নাগর সঙ্গে, কত সুখে ছিলা রঙ্গে[১৩],
কহ ধনি শুনি এ শ্রবণে॥ ৬
ধনী অঙ্গ সুললিত, বিমোরিষ মনোভিত[১৪],
ঠারে ঠারে উঠায় কৌতুক।
রাধিকা বলেন ধনী, শুন রস বিনোদিনী,
কেন তুমি হও নতমুখ॥ ৭
এতেক বলিয়া রাই, অনঙ্গ মঞ্জরী চাই,
চিবুক[১৫] পরশি নিজ করে।
বলি হারি যাই আমি, নাগর তোষিলা তুমি,
ইথে বড় সুখ দিলা মোরে॥ ৮
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করি, মহা নটরাজ হরি,
শ্যাম কান্তি[১৬] রসেতে ঝামোরে।
চম্পক-কলিকা সঙ্গ, রসাবেশে লুব্ধ ভৃঙ্গ,
কুঞ্জ হৈতে আইলা বাহিরে॥ ৯
কৃষ্ণ যৈছে[১৭] তড়িৎ মাঝে, ঘনপুঞ্জ তৈছে সাজে,
কিম্বা হেম মধ্যে নীলমণি।
বেড়ি সখী চারি ভিতে, নিরখএ এক চিতে,
রসময় রসগুণ খনি॥ ১০
তবে বৃষভানুসুতা, পুছএ রসের কথা,
কুঞ্জে অনঙ্গমঞ্জরী-বিলাস।
ঔৎসুক্যেতে বেরি বেরি, পুছে সভে যত্ন করি,
কহে কৃষ্ণ করি পরিহাস॥ ১১
তবে কৃষ্ণ রাধা ইন্দু, নিরখি' রসের সিন্ধু,
উথলিল উমড়ি[১৮] আনন্দে।

---

১৩। কিরূপে আছিলা রঙ্গে (খ); ১৪। মনোচিত (খ); ১৫। চিকুর (খ); ১৬। অঙ্গ (খ); ১৭। যেন (খ); ১৮। উন্মজি (খ)।

রাধানুজা সঙ্গে হরি, যেরূপে বিলাস করি,
কৌতুকে কহএ সখীবৃন্দে ॥ ১২
তবে নানা সেবা করি, সুখে সন্তোষিলা হরি,
যার[৯৯] যেই চিত্তে অভিলাষ।
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে, চলিলা আনন্দ রঙ্গে,
যার যথা মনের উল্লাস ॥ ১৩
অনঙ্গ-অম্বুজ-লীলা, কৃষ্ণ যাতে সুখী হৈলা,
রাধার প্রেরণে দুইজনে।
ঠাকুর বৃন্দাবন উক্তি, পাঁচালী ছন্দেতে ব্যক্তি,
রাধানুজা-মাধব সঙ্গমে ॥ ১৪

এখনে কহিএ আর, সঙ্গে যত সখী তার,
নাম গুণ রূপ বিবরণ।
প্রথমেতে বৃন্দাদেবী, নিজ দাসী সঙ্গে সেবি,
তৎসখ্যস্তদ্‌গুণাকার[১০০] জন ॥ ১৫
কৌশল্যা কামিনী আদি, রাগবল্লিকা[১০১] কৌমুদী
সারিকেতী পীককণ্ঠী ইমা।
চতুর্দশ বয় রামা, রূপে গুণে অনুপমা,
প্রতি অঙ্গে লাবণ্যের সীমা ॥ ১৬
শ্রীরূপ মঞ্জরী নাম, কৃষ্ণপ্রেমে রস-ধাম,
আ-বেদ দশ বর্ষ স্থিতি।
পীনোন্নত পয়োধরা, পীতবর্ণ অঙ্গ ভরা,
শিখি পিঞ্জ বস্ত্র শোভে ততি ॥ ১৭
তৎসখ্যস্তদ্রূপাকার[১০২], সেবা করে নিরন্তর[১০৩],
তদনুগা সভে আজ্ঞাকারী।
রূপবতী রসবতী, রসালিকা রঙ্গনেতী,
রম্ভাবতি কলারূপা নারী ॥ ১৮

---

৯৯। আর (খ); ১০০। গুণাকর (খ); ১০১। নাগবন্দিকা (খ); ১০২। তৎসখ্যস্ত কৃপা করি (খ); ১০৩। নিরন্তর সেবা করি (খ)।

তাম্বুল চামর সেবে, অষ্ট কোণে[১০৪] স্থিতি সভে,
এবে কহি শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীরাধিকা প্রিয়তমা, স্নেহে কেহ নহে সমা,
রাধা সঙ্গে সতত বিহরি। ১৯
স্থির-বিদ্যুৎ সম কান্তি[১০৫] নীলাম্বর শোভে ততি,
চতুর্দশ বর্ষ করি সীমা।
শব্দবতি[১০৬] রসকলা, রমণী চরসলা[১০৭],
লীলারতি গুণবতী ইমা। ২০
নৃত্য গীত[১০৮] রসোল্লাস, বীণাবাদ্য মৃদু-হাস,
অষ্ট-কোণ বামভাগে স্থিতি।
কৃষ্ণপ্রেমে সদা মগ্না, সৌন্দর্য লাবণ্য সীমা,
কৃষ্ণপ্রীতে সেবা করে নিতি॥ ২১
অষ্টকোণ দক্ষিণে স্থিতি, প্রফুল্ল চম্পক-কান্তি,
পীনোন্নত পয়োধর আভা।
চাষ-পক্ষাম্বরা ধনী, চতুর্দশ বর্ষ তনী,
প্রেয়সী বেষ্টিত অতি শোভা॥ ২২
রসেশ্বরী বিদ্যাবতী, রঙ্গমালা রসোন্নোতি[১০৯],
রসমুখ্যা রসভদ্রা ইমা।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, রাধাপ্রেম মগ্ন রঙ্গে[১১০],
নানা আভরণ মনোরমা। ২৩
শ্রীমণিমঞ্জরী[১১১] নাম, বিধু নিন্দি মুখধাম,
পীনোন্নত পয়োধর ততি।
ত্রয়োদশ বর্ষিয়া, নিজ দাসী সঙ্গে লৈয়া,
সেবা করে কৃষ্ণপ্রেমে অতি॥ ২৪
মধুকণ্ঠ মন্দ-হাসী, মধু মঞ্জু মধুরাশি,
ইন্দ্রা কন্দর্পিকা আদি করি।

---

১০৪। কালে (খ); ১০৫। স্থিরা বিদ্যুত সমা কাতি (খ); ১০৬। শুদ্ধরতি (খ); ১০৭। মালিকা (খ); ১০৮। নিত্যানন্দ (খ); ১০৯। রসমূর্তি (খ); ১১০। ভরা অঙ্গে (খ); ১১১। শ্রীঅঙ্গ (খ)।

তৎসখ্যস্তদ্রূপাকার, সেবা করে নিরন্তর,
যার যৈছে মত অনুসারী॥ ২৫
অষ্টকোণস্থাগ্নে[১১২] স্থিতি, কৃষ্ণসুখোৎসুকামতী[১১৩]
মগ্নচিত্তা রাধাপ্রেম লেহা।
রূপগুণে ডগমগি, দোহেঁ প্রীতি অনুরাগী,
খঞ্জনাক্ষী মনোহর দেহা॥ ২৬
অষ্টকোণ পূর্বভাগে, সদানন্দ অনুরাগে,
সুযন্ত্রাঢ্যা স্বর মঙ্গলায়।
গীয়তে পঞ্চম প্রেম্না, শ্বেতাম্বুরশ্মি রামা,
শ্রীগুণ মঞ্জরী সর্বথায়॥ ২৭
গোরোচনা অঙ্গবর্ণা, সর্বানন্দ রসপূর্ণা,
সঙ্গে লৈয়া প্রেয়সীর গণ।
তৎসখ্যস্তদ্রূপাকার, রূপগুণ মনোহর,
শুন এবে নাম বিবরণ॥ ২৮
প্রেমদা প্রিয়সীপূর্ণা, আনন্দবংশিকাঘূর্ণা,
পদ্মা পদ্মগন্ধা প্রেমেশ্বরী।
পারিজাতা সুসম্ভরা, শ্রীরাধিকা-সুখোৎকারা,
সেবে নিতি[১১৪] হৈয়ে আজ্ঞাকারী॥ ২৯
এই পঞ্চ রামা সঙ্গে, নানা লীলা রসরঙ্গে,
প্রধানত্ব অনঙ্গমঞ্জরী।
গোপসীমন্তিনী মধ্যে, সর্বশক্তিবরা সিদ্ধে[১১৫],
গুরুরূপ স্নিগ্ধানন্দকারী॥ ৩০
নিজ যুথ অষ্টজন, শুন নাম বিবরণ,
অনঙ্গ মঞ্জরী সঙ্গে থাকি।
রসকেলি সুপ্রসঙ্গে, আনন্দে সেবয়ে রঙ্গে,
রাধাপ্রেমে পরম কৌতুকী॥ ৩১

---

১১২। অষ্টকোণস্থাগ্রে (খ); ১১৩। সুখা সুখমতী (খ); ১১৪। নিতি সেবে (খ); ১১৫। বরাবিন্দে (খ)।

স্থবদা[১১৬] রসদা রম্ভা, কেলী কন্দলিকানন্দা,
জয়ন্তী তুলসী অষ্টরামা।
রূপে গুণে সর্ববরা[১১৭], হাস্যলাস্যমত্তরা[১১৮],
বাদ্যগীত-রসোন্মাদি সীমা॥ ৩২
মদীশ্বরীপদ ভাবি, নাম্না শ্রীললিতাদেবী,
তাঁর কৃপায় যে হয় স্মরণ।
দৃশা[১১৯] বৃন্দাবন দাস, তাঁর পাদপদ্ম আশ,
ধূলি করেঁা বস্তুকে ভূষণ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমত্যনঙ্গমঞ্জরী সম্পুটিকা যূথ বিবরণ নাম
তৃতীয় লহরী। ৩

---

## চতুর্থ লহরী

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সন্ন্যাসী আশ্রম ধন্য,
ব্যক্ত কৈলা ন্যাসি রূপ ধরি।
জয় জয় অবধূত, পূর্বে রোহিণীর স্থুত,
পদ্মাবতী গৃহে অবতরি॥ ১
স্বয়ং শ্রীচৈতন্য বীর- রূপে কৈলা অবতার,—
অবশিষ্ট লোক তরাইতে।
বস্থুর নন্দন খ্যাত. সর্বজন সম প্রীত,
গুণ গায় এ তিন জগতে॥ ২

তথাহি—বীরচন্দ্রং প্রভুং বন্দে শ্রীচৈতন্যপ্রভুং স্বয়ম্।
কৃষ্ণং দ্বিতীয়াবতারং ভুবনত্রয়তারকম্॥ ৩॥ ইতি

---

১১৬। স্থভদ্রা (খ); ১১৭। সর্ব্ব আদ্য (খ); ১১৮। -রঙ্গ তথা বাদ্য (খ); ১১৯। ভূশা (খ)।

অনন্ত তাহার বংশ, ত্রিজগতে অবতংস,
সভে তার্থ পুত অবতার।
যাহার স্মরণ মাত্র, সর্বলোক চরিতার্থ,
কি জানিব মহিমা তাহার[১২০] ॥ ৪
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা, গোপীনাথ-বল্লভা,
ভুবনমোহন-মনোহারী।
শ্রীরাধিকা-প্রিয়তমা, রূপে গুণে অনুপমা,
করুণাতে জগৎ উদ্ধারি ॥ ৫
বলদেব শক্তিধাম, ধরিলা[১২১] জাহ্নবা নাম
পূর্বে ছিলা অনঙ্গ মঞ্জরী।
নিত্যানন্দে অনুরাগ, এক দেহে দুইভাগ,
দেখাইলা জীবে কৃপা করি ॥ ৬

তথাহি ভজনচন্দ্রিকায়াং—

অনঙ্গ-মঞ্জরী যা সা জাহ্নবা পরিকীর্তিতা।
বিদগ্ধা রসিকা ধীরা গৌরাঙ্গী নয়নাম্বুজা ॥ ৭
সূর্যদাস-সুতা দেবী সূক্ষ্মবস্ত্রবিধারিণী।
হস্তপাদাদি সর্বাঙ্গে নানালঙ্কার ভূষিতা ॥ ৮
শোনচম্পকবর্ণাঢ্যা কোটিচন্দ্র-মুখদ্যুতি।
নিত্যানন্দগুণোল্লাসী সদাতৎপদভাবিনী ॥ ৯ ॥ ইতি[১২২]

অনঙ্গ মঞ্জরী যেই এদানী জাহ্নবা সেই,
শরদিন্দু-বদনমণ্ডলা।
শোন চম্পক স্বর্ণ জিনি, গৌরকান্তি বর্ণ ধনী,
সুলাবণ্য পরম উজ্জ্বলা ॥ ১০

---

১২০। জয় জয়·········মহিমা তাহার ॥ পরিবর্তে পাঠান্তর—
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ন্যাসী-চূড়ামণি। জয় জয় অবধূত তারিলা অবনি ॥
শ্রীবসুনন্দন বীরচন্দ্র-প্রাণধন। গোষ্ঠী সহ লৈনু প্রভুর চরণে শরণ ॥ (খ)
১২১। ধরল (খ) : ১২২। 'শোনচম্পক·········ভামিনী ॥' (খ) পুঁথিতে নাই।

অম্বুজাক্ষী সুমধুরা, বিদগ্ধ রসিকা ধীরা,
মৃদুস্মিত মধুর মুরতী।
নিত্যানন্দগুণোল্লাসী, পূর্ণানন্দামৃতরাশি,
চৈতন্যের প্রিয়তমা অতি॥ ১১
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যে, নিজপ্রাণ করি জানে,
হেন চিত্ত শ্রীমতী জাহ্নবা।
বীরচন্দ্র শিষ্য যাঁর, কি জানি মহিমা তাঁর,
গুণ বর্ণে হেন আছে কেবা॥ ১২
অখিল জগত জায়া, সর্বজীবে করি দয়া,
নিত্যানন্দ সংহতি বিহরি।
মো অধমে এই কর, পাদপদ্মে নিরন্তর,
রহে মন কভু না পাসরি॥ ১৩
তোমার মহিমা যত, মুই ছার জানি কত,
নিজগুণে তার দয়াময়ী।
করিয়া করুণা দৃষ্টি, পুরাহ মনের ইষ্টি,
দুঃখ নাশ কর দুঃখজয়ী॥ ১৪
সূর্যদাস-পণ্ডিত-সুতা, সর্বগুণে সমন্বিতা,
পাদপদ্মে নিবেদন করি।
জন্ম হয় যথা তথা, ইথে মোর নহে ব্যথা,
স্বপ্নে যেন তোমা না পাসরি॥ ১৫
তব পাদপদ্মে মতি, নিরন্তর রহে স্থিতি,
হেন কৃপা করিবে আমারে।
মুক্তকণ্ঠে[১২৩] বলি শুন, বদনেতে ধরি তৃণ,
এই ভিক্ষা মাগি পরিহারে॥ ১৬
শুন বৃষভানুসুতা, রাধিকার কনিষ্ঠতা,
অভিমন্যু অনুজভাবিনী।
রাধাশ্যাম যথা সঙ্গে বিলাস করহ রঙ্গে,
তথা লহ নিজদাসী জানি॥ ১৭

১২৩। উৎকণ্ঠে (খ)।

মাতৃপিতৃ-গৃহ হৈতে, তুমি যাহ জাবটেতে,
রাধাসঙ্গে মঞ্জরীর গণে।
সেকালেতে সঙ্গে থাকি, নয়ান ভরিয়া দেখি,
এ প্রসাদে কর এই জনে ॥ ১৮
জটিলা আদর করি, রাধানঙ্গ-মঞ্জরী,
আনি গৃহে বসাইবে সুখে।
সে সময়ে দুই[১২৪] অঙ্গে, চামর করিব রঙ্গে,
দাঁড়াইয়া দোহাঁর সম্মুখে ॥ ১৯
মুকুতা-চরিত্র কথা, ললিতার সঙ্গে তথা,
দেখি কৃষ্ণ কৈল পরিহাস।
ললিতা তোমারে ধরি, লুকাইলা পাছে করি,
সে রহস্য পরম-উল্লাস ॥ ২০
হেন দশা হবে মোর, সেই রসে হব ভোর,
সে কৌতুক দেখিব নয়নে।
শ্রীকৃষ্ণের হস্তালম্ব, তোমার সশঙ্ক অঙ্গ[১২৫],
ললিতা করিল নিবারণে ॥ ২১
আর কত শত লীলা, রাধাসঙ্গে আচরিলা,
কৃষ্ণসুখ-হেতু সুখময়ী।
অতিগুহ্য লীলাসার, জানিতে সামর্থ্য কার,
না জানালে জানে আছে কই[১২৬] ॥ ২২
গান্ধর্বিকাগণে যুতা, মধ্যে সর্বগুণান্বিতা,
রাধানঙ্গ-মঞ্জরী প্রধান।
সর্ব সখী[১২৭] প্রিয়োত্তমা, রূপে গুণে অনুপমা,
কৃষ্ণানন্দ রসের বিধান ॥ ২৩
মাধবানঙ্গ-মঞ্জরী, নানা রস-লীলা করি,
রাধা সহ অনঙ্গ-কাননে।

---

১২৪। দোহ (খ); ১২৫। যশঙ্ক সঙ্গ (খ); ১২৬। না জানাইলে জানি কই (খ); ১২৭। সুখ (খ)।

সেই লীলা বর্ণিবারে, কি জানিব মুই ছারে,
শেষ-আদি মহিমা না জানে ॥ ২৪

নিত্যলীলা এতাদৃশ, করে হরি অহর্নিশ,
কালাকাল বিরাম না হয়।
রাধা-গোপীগণ সহে শ্রীগোবিন্দ বিহরয়ে[১২৮],
সাধুজনা সদাই দেখয় ॥ ২৫

যদি বাঞ্ছা কর মনে, বিলাসিতে নিধুবনে,
রাধাকৃষ্ণ গোপীকা সহিতে।
উপায় দেখিএ তবে, অনুগত করে এবে,
অনঙ্গমঞ্জরী চরণেতে[১২৯] ॥ ২৬

শ্রীবৃন্দাদি বনদেবী, প্রিয় করি ভাব যদি,
তবে দেখি এই ত বিচার।
ললিতাদি সখীগণ, যদি পাইতে হয় মন,
অনঙ্গমঞ্জরী কর সার ॥ ২৭

রাগের ভজন যেই, নিশ্চয় জানিহ এই,
নিষ্ঠা কর অনঙ্গমঞ্জরী।
জানিবে রসের রীতি, সখী মধ্যে হবে স্থিতি,
সুখে পাবে কিশোর কিশোরী ॥ ২৮

যত মঞ্জরীর গণে, সন্তোষ হইবে মনে,
ইহাতে সন্দেহ নাঞি মানি[১৩০]।
কৃষ্ণ যাকে স্তুতি করি, উভয়েতে আদরি,
রামশক্তি রাধার বহিনী ॥ ২৯

শ্রীদাম অগ্রজ ভ্রাতা, কীর্তিকা যাঁহার মাতা[১৩১],
রাধার অনুজা নাম সাজে।

---

১২৮। গোবিন্দ বিহরে রঙ্গে (খ); ১২৯। 'যদি বাঞ্ছা……চরণেতে।' ইহার পরিবর্তে পাঠান্তর—গোপীগণ মেলি সবে, অনুগত কর এবে, অনঙ্গমঞ্জরী পরিবার (খ); ১৩০। ইতে মনে সন্দেহ না মানি (খ); ১৩১। কীর্তিকা যাঁহার মাতা, শ্রীদাম হয়েন ভ্রাতা (খ)।

বাঞ্ছাকল্পতরুময়ী,  সাক্ষাতে জাহ্নবা এই,
গোপীনাথ বামেতে বিরাজে ॥ ৩০
যাঁর দরশনামৃতে,  তৃপ্ত হয় সর্ব চিতে,
হেন বস্তু শ্রীমতী জাহ্নবা।
মো অধমে কর দয়া,  দেহ প্রভু পদছায়া,
তোমা বিনু আর আছে কেবা ॥ ৩১
জাহ্নবা-চরণাশ্রয়,  করে যেই মহাশয়,
তাঁর আমি হইব কিঙ্কর।
তবহু পুরিবে আশ,  ব্রজভূমে হবে বাস,
এই মোর মনে নিরন্তর ॥ ৩২
নিতাই-জাহ্নবাপদ,  জিনি অমৃতের হ্রদ,
অবিশ্রান্ত বহে শতধারে।
তার এক কণামাত্র,  স্পর্শ হৈলে চরিতার্থ,
সম্যক্ বর্ণিতে কেবা পারে ॥ ৩৩
মুই ছার মন্দমতি,  আর সঙ্গ-ভ্রষ্টমতি,
যৎকিঞ্চিৎ করিনু কীর্তন।
নিতাই চৈতন্যপ্রাণ  আপামরে কর ত্রাণ,
পাদপদ্মে লইনু শরণ ॥ ৩৪
মদীশ্বরী পদ[১৩২] ভাবি,  নাম্না শ্রীললিতা দেবী,
তাঁর কৃপায় যে হয় স্মরণ।
দৃশা বৃন্দাবন দাস,  তাঁর পাদপদ্মে আশ,
ধূলি করো মস্তকে ভূষণ ॥ ৩৫
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,  শ্রীগঙ্গা শ্রীবীরচন্দ্র,
শ্রীঅদ্বৈত গৌরভক্তগণ।
তোমা সভার শ্রীচরণ,  হউক মোর প্রাণধন,
সেই মোর ভজন-স্মরণ ॥ ৩৬

এই ভিক্ষা মোর তরে, দেহ প্রভু অবিচারে,
মো পতিতে আর কেহ নাই।
বিষম মদেতে অন্ধ, ঘুচাও প্রভু ভববন্ধ·
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই ॥ ৩৭

॥ অথ সংপ্রার্থনা ॥

অনঙ্গমঞ্জরি ধনি, কৃপাদৃষ্টে চাহ তুমি,
পুরাও মোর মনো অভিলাষ।
লহ মোরে ব্রজপুরে, জন্ম করাও গোপ ঘরে,
গোপ সঙ্গে দেহ মোর বাস ॥ ৩৮

শুন মোর দৈন্য নিবেদন।
নিজদাসী[১৩৩] গণনায়, আমাকে গণিবে তায়,
তবে মোর সফল জীবন ॥ ৩৯
এ দেহের ক্রিয়া যত, সব হউক অন্য মত,
কর মোরে গোপের ঝিয়ারি।
গোপ বালকের সঙ্গে, পরিণয় হবে রঙ্গে,
শুন প্রাণ অনঙ্গমঞ্জরী ॥ ৪০
যোগপীঠ ষট্‌কোণে, রত্নবেদী সিংহাসনে,
তুমি আর কিশোর কিশোরী।
তুয়া অনুগত হৈয়া, তুয়া দাসী সঙ্গে রঞা
সেবি নিতি হৈয়া আজ্ঞাকারী ॥ ৪১
কভু কুঞ্জ সংস্কার, কভু বস্ত্র-অলঙ্কার,
কভু করেঁা চামর ব্যজন।
কভু সুবাসিত জলে, স্নান করাঙ কুতূহলে,
কভু করি চরণ-সেবন ॥ ৪২

১৩৩। সখী (খ)।

হেন দশা কবে হবে, তাম্বুল যোগাব কবে,
দোঁহাকার সে চাঁদবদনে।
হেন সাধ হয় মন, করাঙ অঙ্গে সুলেপন,
সৌগন্ধ[১৩৪] কুম্‌কুম্ চন্দনে॥ ৪৩

এই সব সেবা ভাই, শ্রীগুরু-প্রসাদে পাই,
গুরুপদে দৃঢ় কর আশ।
অনঙ্গমঞ্জরী ধ্যান, নিরন্তর কর গান,
যদি ব্রজপুরে চাহ বাস॥ ৪৪
নিত্যানন্দ প্রভুপদ, মূলাশ্রয় সম্পদ,
যদি কৃপা করেন নিতাই।
নহে পড়ি ভবফাঁশে[১৩৫], কাঁদে রামচন্দ্র দাসে[১৩৬],
মো পতিতের আর কেহ নাই॥ ৪৫

ইতি শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীসম্পুটীকা দৈন্যবোধিকা সংপ্রার্থনা
লালসাময়ী নাম চতুর্থ লহরী॥ ৪

ইতি শ্রীপূর্ণগ্রন্থ অনঙ্গলতিকায়াম্॥

---

১৩৪। সুগন্ধি (খ); ১৩৫। ভবফাঁদে (খ); ১৩৬। রামচন্দ্র দাসে কাঁদে (খ)।

## শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত ও বিরচিত

**১। শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা ১৲**

'রস-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার চিন্তামণি। শ্রীজীবপাদের সর্বসংবাদিনীর অনুরূপ'।—শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগোবর্দ্ধন। 'শ্রীরূপের সাধনার মর্মকথার বিশ্লেষণ' —ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

**২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয় ৩৲**

(শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পরিকর শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর ও শ্রীকানু ঠাকুরের চরিতপ্রসঙ্গ, গ্রন্থ ও পদাবলী) We are confident the book would highly useful in stimulating purposeful devotion. —*Amritabazar Patrika, 1. 10. 61.*

**৩। শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ ২॥০**

শ্রীমদ্ দেবকীনন্দনদাস কবিরাজ-কৃত ও শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপাদ-লিখিত ভূমিকাসহ। 'সাধকের সমস্ত স্তরেই এই গ্রন্থ একান্ত অবলম্বনীয় ও নিত্যপাঠ্য।' —শ্রীমৎ হরিদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবন।

**৪। শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা ৫৲**

'কত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলাম, কত অজানা বিষয় জানিলাম। কত যে উপকৃত হইলাম তাহা জানান অসাধ্য' (আনন্দবাজার ২।৯।৬২)। 'সুগভীর সাধনা ও গবেষণার পরিপক্ক ফল' (যুগান্তর ৯।৪।৬২)।

**৫। পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৭॥০**

'শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও তত্ত্বের কল্পদ্রুম'—শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপাদ, শ্রীনবদ্বীপ, 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত এইরূপ গ্রন্থ সম্ভবপর হইতে পারে না।'—ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, কলিকাতা। This precious book will serve as a true guide not only to the followers of Sri Chaitanya Dev, but to those also who are real seekers after truth—*Amritabazar Patrika, 6. 1. 63.*

**৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ১॥০**

'ভক্তিসাহিত্যের অমূল্যরত্ন'—ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীকাশী।

**৭। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ৩৲**

শ্রীল-নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের চরিত, বিবিধ-পুঁথির পাঠান্তর ও 'কৃপা-কণিকা' টীকা সহিত শ্রীরূপানুগগণের গীতার অপূর্ব সংস্করণ।

**৮। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীগুরু-তত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)**

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীপাটপরাগ।

১৬৮/২, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৫০।